৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 11 1999 ...
পৃঃ ২৭ কলাম ৩...

আমার প্রিয় স্কুল

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

■ মোঃ তারিকুল ইসলাম (রবিন) ■

'আমার প্রিয় স্কুল'– এই বিষয়ে প্রথম লেখাটি এসেছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের উপর। লিখেছে এই স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ তারিকুল ইসলাম রবিন। রবিনকে ধন্যবাদ। লেখাটি তার প্রিয় স্কুলের ছবিসহ ছাপা হলো। -দাদাভাই

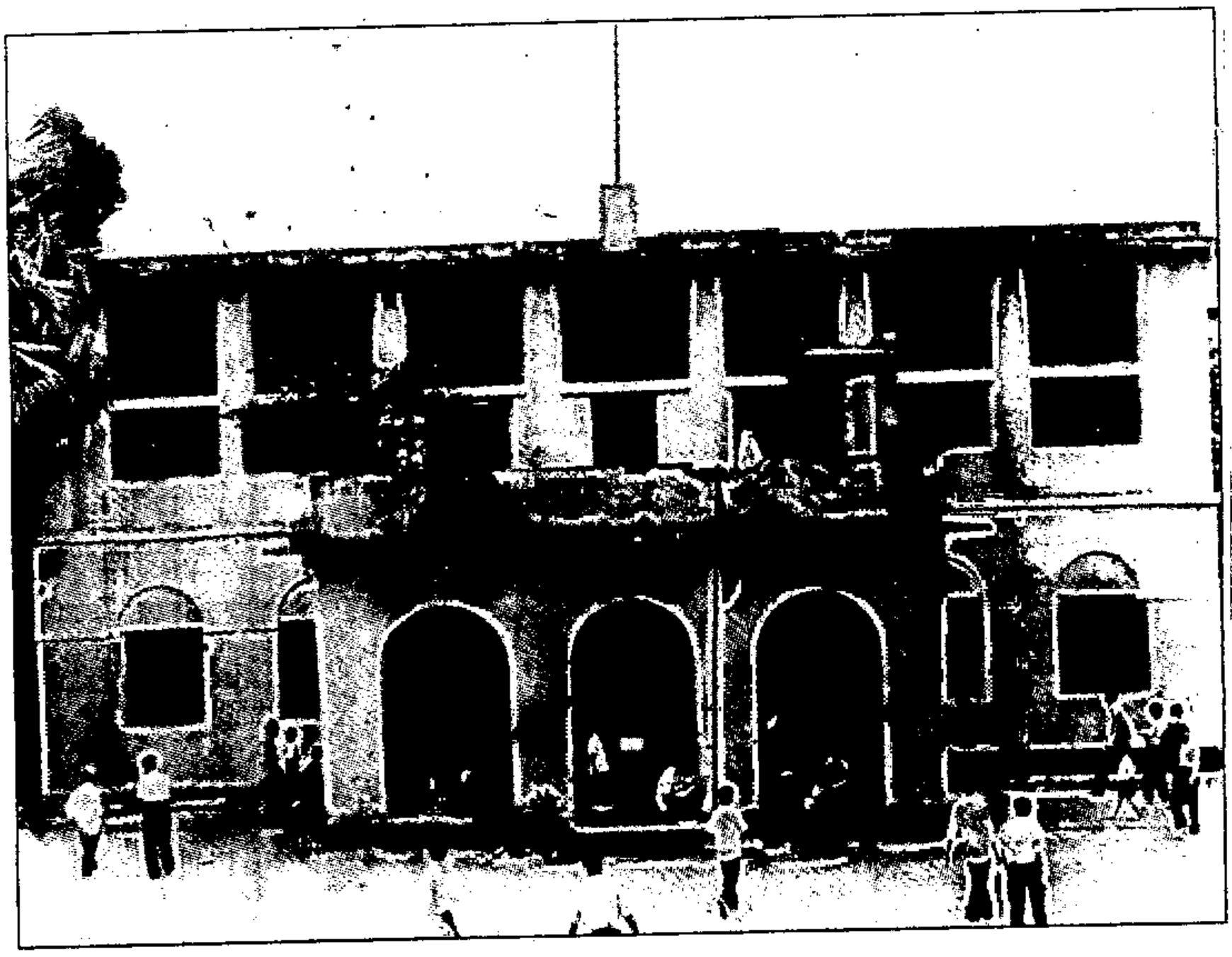

সদরঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

বাংলাদেশের সকল স্কুলের মাঝে ঐতিহাসিক স্কুল খুঁজে পাওয়া যাবে হাতেগোনা কয়েকটি। আর যদি আমরা ঐতিহাসিক স্কুল খুঁজি তাহলে সবচাইতে আগে যে স্কুলগুলোর কথা বলতে হয় তার ভেতর একটি হচ্ছে 'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল'। বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক স্কুল এই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল দাঁড়িয়ে আছে সদরঘাটের বুকে।

স্কুলটির অবস্থান সম্পর্কে বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় বুড়িগঙ্গা নদীর কথা। আমরা জানি ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। আর সেই বুড়িগঙ্গা নদীর পাশেই অবস্থিত বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক স্কুল। বিদ্যালয়টির কাছাকাছি রয়েছে ঐতিহাসিক নওয়াব বাড়ী অর্থাৎ আহসান মঞ্জিল, বাহদুর শাহ পার্ক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং ঢাকা সদর প্রধান ডাকঘর।

ইংরেজ শাসনামলে বঙ্গ-পাক-ভারত উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েকটি বড় বড় শহরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য পূর্ব বাংলায় এটাই প্রথম স্কুল। ১৮৩৫ সালের ১৫ই জুন মিঃ রিজ নামে একজন ইংরেজ এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই ছিলেন এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। 'ইংলিশ সেমিনারী' নামে বিদ্যালয়টির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৮৪১ সালে এই সেমিনারী থেকে বর্তমান ঢাকা কলেজের জন্ম হয়। তখন স্কুল শাখাটির নাম রাখা হল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। কলেজের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে স্কুলটি ১৯০৮ সালের জুন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে স্কুলটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়। তখন থেকেই স্কুলটি জিলা স্কুলের মর্যাদা পেয়ে আসছে। তবে স্কুলটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচালিত।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলটি এমন একজন ব্যক্তিকে পেয়েছিল যাঁর নাম আজও স্কুলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

বাংলার খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক রায় রতনমণি গুপ্ত ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ সন পর্যন্ত এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুলটি পরিচালনা করেন ৯ বছর। তাঁর সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৎকালীন কলকাতা বোর্ডে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল একাদিক্রমে আট বছর প্রথম স্থান অধিকার করে। নবম বছর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তখন প্রধান শিক্ষক বাবু রতনমণি গুপ্ত শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্কুলের ইতিহাসে এই ফলাফল ছিল বিরাট সাফল্য। এরকম আদর্শবান শিক্ষক বাংলার ইতিহাসে খুবই বিরল।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে পূর্ব বাংলার এক অনন্য ও ঐতিহাসিক স্কুল। তখনকার সময়ে মুসলমান সমাজকে যুগের উপযোগী চিন্তাধারা ও শিক্ষায় এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আব্দুল লতিফ। তিনিও শিক্ষকতা করেছেন এই স্কুলে। এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি জনাব মোস্তফা কামাল।

সভ্যতার অগ্রজালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হারিয়েছে তার ঐতিহ্য। কিন্তু হারায়নি তার অতীতের স্বর্ণকালের স্মৃতি। তা আমাদের মনে গেঁথে আছে। তাই বলে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। পুরাতন ঢাকার প্রথম তিনটির মাঝে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল একটি। এখনও এসএসসি পরীক্ষায় এ স্কুল ঢাকা বোর্ডে স্থান করে নেয়। কিন্তু এ বছর আমাদের বড় ভাই দু' নাম্বারের জন্য ঢাকা বোর্ডে স্থান পায়নি। এসএসসি পরীক্ষায় আমাদের স্কুলের শতকরা পাসের হার ৯০%। এ বছর বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক তিন শাখা থেকে মোট ১১৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩৩ জন ষ্টার মার্কস পায়। মোট ষোলশ' ছাত্রের এই বিদ্যালয়টি ক্রীড়াঙ্গনে অথবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পিছিয়ে নেই। প্রতি বছর নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রায়ই আশপাশের স্কুলগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বা প্রীতি ম্যাচ খেলে থাকে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পিছিয়ে নেই। প্রতি বছর স্কুলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও বাইরের অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও কিছু ছাত্র, যেমন ঃ আশফাক-উজ্জামান, পংকজ বর্মণ, খন্দকার হাসান শাহরিয়ার এবং এ,কে,এম আরিফুল ইসলাম নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে ট্রফি, সনদপত্র লাভ করে বিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়ে তুলেছে।

মহানগরীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এ স্কুলটি আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত, অবহেলিত। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক মহোদয়দের একান্ত স্নেহ, ভালবাসা ও মমতায় এবং স্কুলের সকল অভিভাবক ও অন্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্কুলটি আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, আমরা যারা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, তারা এই শুভ কামনা করি। ❑